# এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গণ বিবৃতি

সূচিঃ এএসএ ১৩/৩৩২৩/২০১৬
তারিখঃ ২৭ জানুয়ারী ২০১৬

## বাংলাদেশ: ২৭ অক্টোবরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তির উপর সরকারের নোট প্রসঙ্গে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিক্রিয়া

গত ৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডনের বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব খন্দকার এম তালহা এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে যুদ্ধাপরাধের দায়ে দণ্ডিত অপরাধী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এর আসন্ন মৃত্যুদন্ড বিষয়ে ২৭ অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত বিবৃতির প্রতিক্রিয়ায় একটি সরকারী বার্তা পায়। গণমাধ্যমে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার করা মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাখ্যান ছাড়াও, উপরে উল্লিখিত বার্তায় আনা অভিযোগের প্রতিক্রিয়া দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা একটি চিঠি পাঠিয়েছি এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপরে জোর দিয়েছিঃ

১। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি স্বাধীন সংগঠন যা কোন মানুষের পরিচিতি এবং তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নির্বিশেষে, ন্যায়বিচারের জন্য এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার মানুষদের জন্য এবং অপরাধীদের জবাবদিহিতার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচারাভিযান চালায়। আমরা বাংলাদেশ অথবা অন্য কোন দেশের কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন বা বিরোধিতা করিনা, এবং আমরা আওয়ামীলীগ সরকার, বিএনপির পাশাপাশি জাতীয় পার্টি এবং তত্বাবধায়ক সরকার এর অধীনে মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের কাজ কয়েক দশক ধরে করছি। আমরা অন্যান্যদের মধ্যে, বলপূর্বক অন্তর্ধানের শিকার, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার, সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার শিকার মানুষদের বিচার পাবার অধিকার ও বিচার নিশ্চিতকরণ নিয়ে ধারাবাহিকভাবে সরকারগুলোর কাছে বিভিন্ন সুপারিশ করেছি।

বাংলাদেশ সরকার এই নোটে, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী কে "বিরোধী দলীয় নেতা" হিসাবে আখ্যায়িত করায়, অনুমানসিদ্ধভাবে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে একটি পক্ষপাতদুষ্ট ভাষ্যকার হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ২৭ অক্টোবরের বিবৃতি,

সেইসাথে পূর্ববর্তী দুটি বিবৃতিতে, দুই দোষী সাব্যস্ত যুদ্ধাপরাধীদের রাজনৈতিক যোগের যে তথ্য এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল উল্লেখ করেছে, তা ছিলো তাদের রাজনৈতিক যোগের বিষয়ে জনগনের কাছে থাকা তথ্য এবং তারা যেভাবে বাংলাদেশী ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে উল্লেখিত হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে।

২। ১৯৭১ সালে সংঘটিত অপরাধের ন্যায়বিচার

সরকারের এই নোটে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে বিচার নিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট সুদূরপ্রসারী মন্তব্য করার অভিযোগ আনা হয়েছে, যা শুধুমাত্র দোষী এবং তাদের সমর্থকদের স্বার্থ রক্ষা করে। আমরা বহু বছর ধরে বাংলাদেশে কর্তৃপক্ষের প্রতি, ১৯৭১ সালের ব্যাপক হারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়মুক্তি মোকাবেলার আহ্বান জানিয়ে আসছি, যা পরে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশী সরকারগুলোর নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে প্রোথিত হয়েছে। আমরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকারদের জন্য ন্যায়বিচারের আশু প্রয়োজন বলে মনে করি এবং ২০০৮ সালে তত্বাবধায়ক সরকারকে মানবাধিকারের মানদণ্ড অনুযায়ী, যুদ্ধাপরাধ, মানবতা ও মানবাধিকারের অন্যান্য গুরুতর লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অপরাধের বিচারের জন্য সরকারের উদ্যোগে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন স্থাপন করতে সুপারিশ করেছিলাম।

উপরন্তু, ২০১০ এবং ২০১৩ সাল এর মধ্যে সরকারের প্রতিনিধি এবং আদালতের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে বৈঠক করার সময়, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি-বিডি) প্রতিষ্ঠা করাকে স্বাগত জানিয়েছিল। আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ন্যায্য বিচারের মানদন্ড অনুসরণ করার অপরিহার্যতা এবং কোনভাবেই মৃত্যুদণ্ডের আশ্রয় না নেয়ার বিষয়ে আমাদের মতামত পুনর্ব্যক্ত করেছিলাম।

আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে ফৌজদারী অপরাধ ও অন্যান্য গুরুতর মানবাধিকার লংঘনের জন্য সন্দেহজনক সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল স্বাধীন ও কার্যকর তদন্তের জন্য আহ্বান জানায়। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, বাংলাদেশে সংঘাতের সময়ে আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অপরাধ ও অন্যান্য গুরুতর মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা উভয় পক্ষের দ্বারা সংঘটিত হবার যথেষ্ট ইঙ্গিত ও প্রমাণ রয়েছে, যেমন দেখা গিয়েছে শ্রীলংকা ও আফগানিস্তানে সংঘাতের সময়ে, আমরা উভয় পক্ষের জবাবদিহিতার দাবি করি।

৩। ন্যায়বিচারের মানদণ্ডসমূহ

আইসিটি-বিডি এ অভিযুক্ত ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করার পর থেকে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল দ্বারা পরিচালিত গবেষণায় আন্তর্জাতিক ন্যায্য বিচারের আইনের মানদণ্ডের গুরুতর লঙ্ঘন এবং তার অনুশীলন প্রকাশিত হয়েছে। এই উদ্বেগ ২০১০ এবং ২০১৩ সালের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক চলাকালে প্রকাশ করা হয় এবং বিচার পরবর্তী কালে বিচারের ত্রুটিগুলো উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হয়।

সার্বজনীনরূপে লভ্য বিভিন্ন নথি এটা দেখায় যে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্টস, সহ বিদেশী সরকার ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকগণ বিচার এবং আপীল প্রক্রিয়া সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ তুলে ধরেছে।

বাংলাদেশ সরকার পর্যাপ্তরূপে এই উদ্বেগের সুরাহা করেনি।

৪। মৃত্যুদন্ড

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই সব ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ডের বিরোধিতা করে, অপরাধের প্রকৃতি ও পরিস্থিতি নির্বিশেষে; অপরাধবোধ, সরলতা অথবা ব্যক্তির পৃথক অন্য কোন বৈশিষ্ট্য; বা রাষ্ট্র যে পদ্ধতি ব্যবহার করে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করে। মৃত্যুদন্ড বিলোপের আহ্বানের মানে এই নয় যে অপরাধের শাস্তি হবে না, যে কোন উপায়ে; মানবাধিকার লংঘনের অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের আশ্রয় ছাড়া ন্যায্য বিচারের মাধ্যমে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

কোন ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে সেটাকে প্রাধান্য না দিয়েই, আমরা আমাদের নজরে আসা বাংলাদেশে সকল মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির আসন্ন মৃত্যুদন্ড কার্যকর সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। আমরা বাংলাদেশে মৃত্যুদন্ড বিলোপের জন্য প্রচারাভিযান অব্যাহত রাখবো।

৫। পরবর্তী পদক্ষেপ

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সরকারের সদস্যদের সঙ্গে এইসব বিষয় নিয়ে আরও আলোচনা করতে আগ্রহী। আমাদের প্রতিনিধিদের এই সংলাপের জন্য এবং এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন করার জন্য বাংলাদেশে যাওয়ার ভিসা মঞ্জুর করা উচিত।